মানবাধিকার কী?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (জামাকন), বাংলাদেশ

মানবাধিকার কী?

সম্পাদনা

ফারহানা সাঈদ
জনসংযোগ কর্মকর্তা
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (জামাকন), বাংলাদেশ

প্রকাশক
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ
গুলফেঁশা প্লাজা (১১তম তলা)
৮, শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ
হেল্প লাইন: ০২-৯৩৪৭৯৭৯
ই-মেইলঃ nhrc.bd@gmail.com
ওয়েব সাইটঃ www.nhrc.org.bd
ফেইসবুক পেইজঃ https://www.facebook.com/NHRCBangladesh/

প্রকাশকাল
মে ২০১৬

মুদ্রণে
এম আর ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
৫২, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট
নীলক্ষেত, নিউ মার্কেট, ঢাকা-১২০৫
+৮৮-০১৯২৪ ৪৩৬ ৮৮৮

Professor Dr. Mizanur Rahman
LL.M (Hons), MCL (Cum Laude)
PGD (Distinction), Dip. in Journalism, Ph.D.
Chairman, National Human Rights Commission Bangladesh

ভূমিকা

মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেরই কিছু অধিকার আছে। এগুলো অধিকার কারণ এগুলো লালন করার এবং প্রয়োগ করার সার্বিক অনুমোদন আছে। এক কথায়, মানবাধিকার হলো সব ধরনের ভয় ও অভাব থেকে মুক্তি। এ অধিকারগুলো কেউ কখনো কারো কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে না। এসমস্ত অধিকার সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এই অধিকারগুলো জন্মসূত্রে প্রাপ্ত। অর্থাৎ, এই অধিকারগুলো কোন মানুষকে অর্পন করার ক্ষমতা বা সামর্থ্য কোন মানুষের নেই। এ ক্ষমতা কোন রাষ্ট্রেরও নেই। সুতরাং, অধিকার অর্পনের কোন ক্ষমতা যদি কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের না থাকে, তাহলে অধিকার হরণ বা খর্ব করার ক্ষমতাও কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের থাকতে পারে না। তবে এই অধিকারগুলোর সংজ্ঞা কী?

সাধারণ ভাষায় বললে, যা কিছু মানব মর্যাদাকে সুরক্ষিত করে, বিকশিত করে ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে, তাই হচ্ছে মানবাধিকার। মানবসত্ত্বার মর্যাদা-ই হচ্ছে মানবাধিকারের মূল কথা।

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে ৩০টি অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে গৃহীত হবার পর থেকে অদ্যাবধি এই দলিলটি বিশ্বব্যাপী সমাদৃত, স্বীকৃত ও অনুসৃত হয়ে আসছে। সার্বজনীনতা এই দলিলটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এই প্রকাশনাটি মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত ৩০টি অধিকারের ব্যাখ্যা প্রদান করার মাধ্যমে সহজভাবে মানবাধিকারের ধারণা সুস্পষ্ট করতে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করি।

এই প্রকাশনাটির বহুল প্রচার যেমন কাম্য তেমনি এটিও প্রত্যাশিত যে আমরা যেন অন্তর থেকে বিশ্বাস করি ‘মানবাধিকার সবার জন্য, সবখানে, সমভাবে প্রযোজ্য’।

সূচীপত্র

মানবাধিকারের ধারণা ০১-৩২
মানবাধিকারের প্রেক্ষাপট ৩৩-৩৪
মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৩৫
বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ যারা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন ৩৬
মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র ৩৭-৪০

১. আমরা সবাই স্বাধীনভাবে
এবং সমমর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি।

আমরা সবাই স্বাধীন। আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভাবনা রয়েছে।
আমাদের সকলেরই সমমর্যাদা লাভের অধিকার আছে।

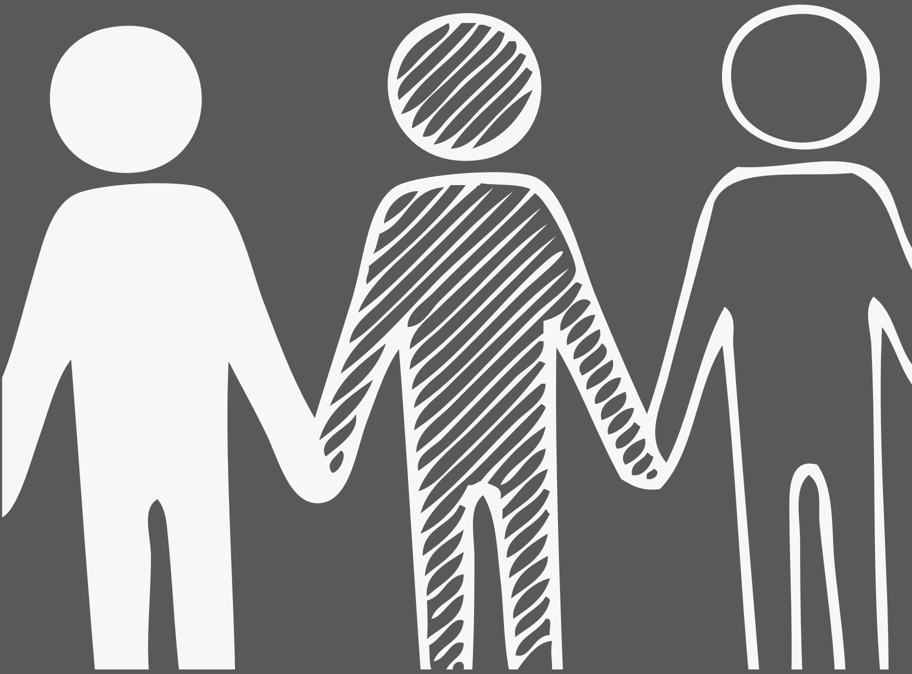

২. বৈষম্য নয়

যে কোন ধরণের বৈষম্য ব্যতিরেকে এই ঘোষনাপত্রে উল্লিখিত সকল অধিকার আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

৩. জীবনের অধিকার

আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনের অধিকার আছে
এবং স্বাধীন ও নিরাপদে বেঁচে থাকার অধিকার আছে।

৪. দাসত্ব নয়

আমাদেরকে দাস বানানোর অধিকার কারো নেই।
তেমনিভাবে অন্য কাউকে দাস বানানোর অধিকারও আমাদের নেই।

৫. নির্যাতন নয়

আমাদেরকে আঘাত করবার বা নির্যাতন করবার অধিকার কারো নেই।

৬. মানবাধিকার পৃথিবীর সর্বত্র

আপনি যেখানেই যান, মানুষ হিসেবে আপনার কিছু অধিকার আছে।

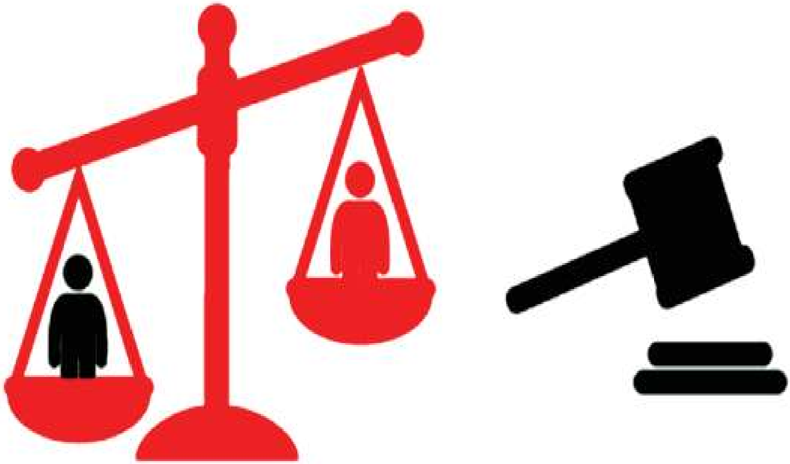

৭. আইনের সমতা

আইনের দৃষ্টিতে আমরা প্রত্যেকেই সমান
এবং আইনও সবার জন্য সমান।

৮. মানবাধিকার আইন দ্বারা সুরক্ষিত

আমাদের মানবাধিকারগুলো আইন দ্বারা সুরক্ষিত,
আমাদের মানবাধিকার লঙ্ঘন হলে
আমরা আইনের সহায়তা নিতে পারি।

৯. বেআইনিভাবে আটক রাখা যাবেনা

বিনা কারণে অবৈধভাবে আমাদেরকে জেল হাজতে আটকে রাখা যাবে না এবং নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত করা যাবে না।

১০. বিচার পাওয়ার অধিকার

আমাদের বিরুদ্ধে যেকোন অভিযোগ তদন্তের জন্য পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে
একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ট্রাইবুনাল গঠন, ন্যায্য
ও প্রকাশ্যে শুনানী লাভের অধিকার আছে।

১১. অভিযুক্ত প্রমাণিত হবার আগ পর্যন্ত আমরা সর্বদাই নিরপরাধ।

আমাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা নিরপরাধ।

১২. বক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করার অধিকার

আমাদের সম্মানের প্রতি আঘাত করবার অধিকার কারো নেই। আমাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিচয়, বাসা বা যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী হস্তক্ষেপ বা সম্মান ও সুনামের উপর আক্রমণ করার অধিকার কারো নেই।

১৩. চলাচলের স্বাধীনতা

আমাদের প্রত্যেকেরই নিজ দেশের অভ্যন্তরে স্বাধীনভাবে চলাচল করবার এবং ভ্রমণ করবার অধিকার আছে।

১৪. আশ্রয় লাভের অধিকার

যদি নিজ দেশে নির্যাতিত হবার আশঙ্কা দেখা দেয়,
তবে আমাদের প্রত্যেকেরই অন্য কোন দেশে নিরাপদ আশ্রয় প্রার্থণা
ও লাভের অধিকার আছে।

১৫. জাতীয়তার অধিকার

একটি দেশের জাতীয়তা লাভের অধিকার আমাদের প্রত্যেকেরই আছে।

১৬. বিয়ে করবার এবং পরিবার গঠনের অধিকার

প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নারী ও পুরুষের নিজের পছন্দে বিয়ে করবার
এবং পরিবার গঠনের অধিকার আছে।
বিয়ে করবার সময়, বিবাহিত অবস্থায়
এবং বিবাহ বিচ্ছেদের সময় নারী ও পুরুষের সমান অধিকার আছে।

১৭. সম্পত্তির অধিকার

প্রত্যেকেরই সম্পত্তির মালিক হবার
এবং সম্পত্তি ভাগাভাগি করবার অধিকার আছে।
আমাদের কাছ থেকে সম্পত্তি ছিনিয়ে নেবার অধিকার কারো নেই।

১৮. চিন্তার স্বাধীনতা

আমরা যা বিশ্বাস করতে চাই তার ওপর বিশ্বাস করার অধিকার এবং চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার আমাদের আছে।

১৯. মত প্রকাশের স্বাধীনতা

আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামত পোষণ
এবং প্রকাশ করবার অধিকার আছে।
আমরা যা পছন্দ করি তা ভাববার,
বলার ও মতামত জানানোর অধিকার আছে।

২০ . সমবেত হওয়ার অধিকার

বন্ধুদের সাথে দেখা করবার, সমবেতভাবে ও শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করবার
এবং আমাদের অধিকারগুলো সুরক্ষা করবার অধিকার আছে।
আমাদের সম্মতি না থাকলে কেউই আমাদেরকে
কোন দলের অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য করতে পারবেনা।

২১. গণতন্ত্রের অধিকার

সরকার গঠনে অংশীদার হবার অধিকার আছে আমাদের।
প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকের নিজ নিজ পছন্দের নেতা
বা দলের অনুসারী হবার অধিকার আছে।

২২. সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার

সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার আছে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের অধিকার আছে।

২৩. শ্রমিকদের অধিকার

প্রতিটি প্রাপ্ত-বয়স্ক মানুষের কাজ করার অধিকার আছে।
তাদের কাজের বিনিময়ে ন্যায্য মজুরি পাওয়ার অধিকার আছে
এবং আছে শ্রমিক ইউনিয়নে যোগদানের অধিকার।

২৪ . খেলাধুলার অধিকার

আমাদের প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবকাশ যাপনের অধিকার আছে।

২৫. সবার জন্য খাদ্য এবং বাসস্থান

আমাদের প্রত্যেকেরই একটি ভাল জীবনের অধিকার আছে।
মা ও শিশু, বৃদ্ধ, বেকার, প্রতিবন্ধী সবারই বিশেষ যত্ন
ও সহায়তা লাভের অধিকার আছে।

২৬. শিক্ষার অধিকার

শিক্ষা লাভ একটি অধিকার। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা অবৈতনিক হওয়া উচিত।
শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নিজের
ও দেশের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার অধিকার আমাদের আছে।

২৭. মেধাস্বত্ব

মেধাস্বত্ব একটি বিশেষ আইন যা কোন মানুষের তার সৃষ্ট বিজ্ঞান, সাহিত্য বা শিল্পকলা ভিত্তিক সৃজনশীল কর্ম হতে উদ্ভূত নৈতিকতাবিষয়ক স্বার্থসমূহ সংরক্ষণের অধিকারকে সুরক্ষা দেয়।

এসব সৃজনশীল কর্মসমূহকে তার অনুমতি ব্যতীত অন্য কেউ কপি করতে পারবে না। আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের মত করে জীবনকে চালিত করার অধিকার আছে।

২৮. নিরপেক্ষ এবং মুক্ত বিশ্ব

আমরা যেন আমাদের অধিকার এবং স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারি তার জন্য আমাদের নিজ দেশে এবং সারাবিশ্বে যথাযথ ব্যবস্থা থাকা বাঞ্চনীয়।

২৯. দায়িত্ব

অন্যদের প্রতি আমাদের কিছু দায়িত্ব আছে
এবং অন্যদের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব।

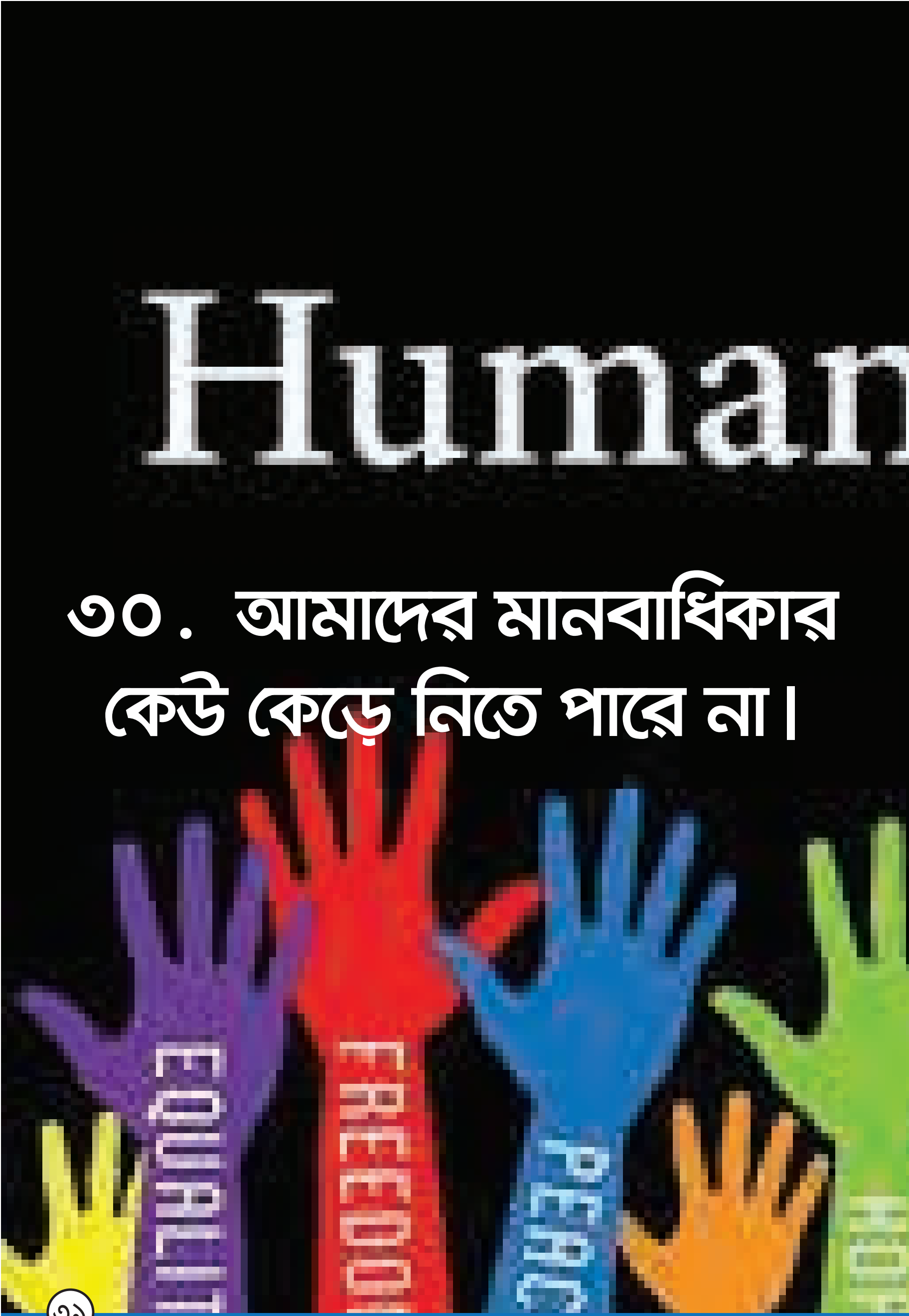

৩০. আমাদের মানবাধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

মানবাধিকারসমূহ কেউ কখনো কারো কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারেনা।

মানবাধিকারের প্রেক্ষাপটের প্রতি আলোকপাত

প্রকৃত পক্ষে অতীতে মানুষের অধিকার বলতে শুধু কোন একটি দলের সদস্য যেমন পরিবারের সদস্য হিসেবে অধিকারকে নির্দেশ করতো। ৫৩৯ খৃষ্টপূর্বাব্দে ইরাকের ব্যবিলন শহর জয় করার পর, সম্রাট সাইরাস কিছু অপ্রত্যাশিত কাজ করেন তিনি সকল বন্দী দাসীকে মুক্ত করে দেন। এমনকি তিনি ঘোষনা দেন যে, মানুষ তার নিজ ধর্ম কি হবে তা নির্ধারণ করতে পারবে। সাইরাসের উদ্ধৃতি সম্বলিত ''সাইরাস স্তম্ভ'' নামক কাদা মাটির স্তম্ভ হল পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র। মানবাধিকারের ধারণা খুব শীঘ্রই ভারত, গ্রীস এবং ক্রমান্বয়ে রোমে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময় থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়:

১২১৫ : ম্যাগনা কার্টা সনদ– রাজাকে আইনের আওতায় আনে এবং জনগনকে নতুন অধিকার দেয়।

১৬২৮ : পিটিশন অব রাইট

১৭৭৬ : যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষনা জীবন, স্বাধীনতা এবং সমৃদ্ধির অধিকার দাবি করে কাদামাটির তৈরি মহান সাইরাস স্তম্ভ, প্রাচীন পারস্যের প্রথম রাজা (৫৮৫–৫২৯ খৃষ্টপূর্বাব্দ), যা মানবাধিকারের প্রথম দলিল হিসেবে স্বীকৃত ।

১৭৮৭ : যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান একটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক সরকার পদ্ধতির প্রাথমিক আইন নির্ধারণ এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংজ্ঞায়িত করে।

১৭৮৯ : জনগণ ও নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণা– ফ্রান্স সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান বলে প্রতিষ্ঠিত হয়

১৭৯১ : যুক্তরাষ্ট্রের বিল অব রাইটস– প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা হ্রাস এবং যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সকল নাগরিক, অধিবাসী এবং পর্যটকদের অধিকার সুরক্ষা নির্দেশ করে।

Bill of Rights

Congress of the United States,

১৮৬৪ : প্রথম জেনেভা কনভেনশন– আন্তর্জাতিক আইনের মানদণ্ড নির্ধারণ

১৯৪৮ : মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র ৩০টি অধিকার সম্বলিত মানবাধিকারের প্রথম সনদ

১৯৭১ : ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষনাপত্র গৃহীত; যেখানে সমতা, মানবসত্ত্বার মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারকে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

THE

PROCLAMATION OF INDEPENDENCE

MUJIBNAGAR, BANGLADESH

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ১০ মিলিয়ন মানুষ নিহত হয়। জামার্নির নাৎসি বাহিনী ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছিল কয়েক লাখ মানুষকে।

১৯৪৫ সালে যখন যুদ্ধ শেষ হয়, বিজয়ী জাতিসমূহ ভবিষ্যতে এ ধরণের জঘন্য হত্যাকাণ্ড যাতে আর না ঘটে সেলক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণে মিলিত হয়। মানবাধিকার এবং শান্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা জাতিসংঘ গঠন করেছিল।

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র তৈরি করে, যা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষনাপত্রের প্রথম, দলিল। ইলিয়েনর রুজভেল্ট, যিনি এই দলিল তৈরির জন্য গঠিত কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন, বলেন– ''এই ঘোষণাপত্রটি সকল মানুষকে তার অধিকার প্রদান করে।''

জাতিসংঘ অন্যান্য পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিল, যার একটি ছিল মানবাধিকার সুরক্ষার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক আইনসমূহ তৈরি করা, যা করতে প্রায় বিশ বছর সময় লেগেছিল। আন্তর্জাতিক আইনসমূহ অনেক দেশ দ্বারা স্বীকৃত এবং তাই এসব আইন শুধু একটি দেশের ক্ষেত্রে নয় বরং এগুলিকে স্বীকৃতি প্রদান কারী সকল দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো পৃথিবীর বাকি অংশগুলোতেও এই অধিকারসমূহ ছড়িয়ে দেয়। ফলে আজ অধিকারগুলো জাতিসমূহের মৌলিক আইনসমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মানবাধিকার সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন এমন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব

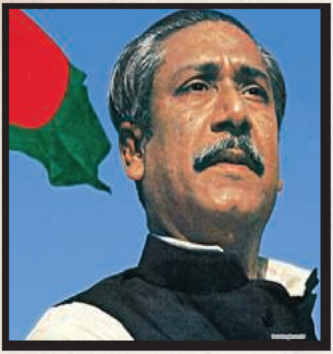

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনক যিনি বাঙালিদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমৃত্যু নিয়োজিত ছিলেন।

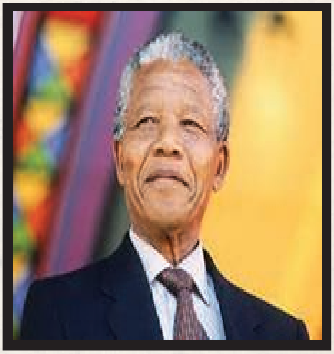

নেলসন মেন্ডেলা

দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক রাষ্ট্রপতি যিনি বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই করে গেছেন।

মার্টিন লুথার কিং

আমেরিকার বর্ণ বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের নেতা

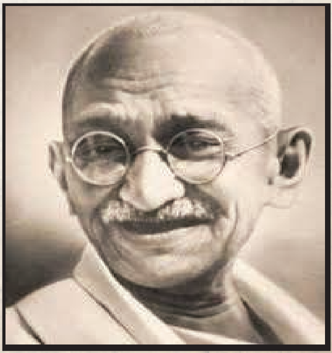

মহাত্মা গান্ধী

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা যিনি ভারতবাসীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন।

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র, ১৯৪৮

প্রস্তাবনা

যেহেতু মানব পরিবারের সকল সদস্যদের সহজাত মর্যাদা এবং সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার সমূহের স্বীকৃতি বিশ্বে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও শান্তির ভিত্তি;

যেহেতু মানবাধিকারসমূহের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণা এমন সব বর্বরোচিত কার্যকলাপে প্রতিফলিত হয়েছে, যা মানবজাতির বিবেকের জন্য অপমানজনক এবং সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ আশা আকাঙ্খার প্রতীক হিসেবে এমন একটি পৃথিবীর সূচনা হয়েছে যেখানে প্রত্যেক মানুষ বাক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং ভয় ও অভাব থেকে নিষ্কৃতি পাবে;

যেহেতু অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ না নিতে, এমনকি চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে মানুষকে বিদ্রোহ করতে বাধ্য না করতে হলে, মানবাধিকারসমূহ অবশ্যই আইনের শাসনের দ্বারা সুরক্ষিত করা উচিত;

যেহেতু জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নয়ন নিশ্চিত করা;

যেহেতু জাতিসংঘ সনদে জাতিসংঘভুক্ত মানবগোষ্ঠী মানুষের মৌলিক মানবাধিকারসমূহ, মানব মর্যাদা ও মূল্যবোধ এবং নারী ও পুরুষের সম-অধিকারের প্রতি আস্থা পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং সামাজিক অগ্রগতিও ব্যাপকতর স্বাধীনতার ভিত্তিতে উন্নততর জীবন যাত্রার মান প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ;

যেহেতু সদস্য রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘের সহযোগিতায় মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের প্রতি সার্বজনীন শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ;

যেহেতু এই অঙ্গীকারগুলো সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের জন্য এই সকল অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের ব্যাপারে একটি সাধারণ সমঝোতা গড়ে তোলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ;

এই পরিপ্রেক্ষিতে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ, সকল জাতি ও জনগোষ্ঠীর অর্জনের একটি সাধারণ মানদণ্ড হিসেবে এই মানবাধিকাররের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র জারী করেছে, এই লক্ষ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি এবং সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র সর্বদা স্মরণ রেখে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রগতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষাদান ও জ্ঞান প্রসারের দ্বারা সদস্য রাষ্ট্রসমূহের জনগণ ও তাদের অধীনস্থ অঞ্চলসমূহের অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে এই সকল মানবাধিকারের সর্বজনীন স্বীকৃতি ও বাস্তবায়নের জোর প্রচেষ্টা চালাবে।

অনুচ্ছেদ ১
সকল মানুষই স্বাধীনভাবে এবং সম মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারা বুদ্ধি ও বিবেক সম্পন্ন এবং তাই তাদের ভ্রাতৃত্ব সুলভ মনোভাব নিয়ে একে অন্যের প্রতি আচরণ করা উচিত।

অনুচ্ছেদ ২
যে কোন ধরনের বৈষম্য যেমন, জাতি, গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেই এই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতার অধিকারী।
অধিকন্তু কোন ব্যক্তি যে দেশ বা অঞ্চলের অধিবাসী তা স্বাধীন, অছিভুক্ত এলাকা, অস্বায়ত্বশাসিত অথবা অন্য যে কোন প্রকারে সীমিত সার্বভৌমত্বের মধ্যে থাকুক না কেন, তার রাজনৈতিক, সীমানাভিত্তিক ও আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে কোন ধরণের বৈষম্য করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ৩
প্রত্যেকেরই জীবন ধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৪
কাউকে দাস হিসেবে বা দাসত্বের শৃংঙ্খলে আবদ্ধ করা যাবে না। সকল ধরনের দাসপ্রথা ও দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ হবে।

অনুচ্ছেদ ৫:
কাউকে নির্যাতন অথবা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ অথবা শাস্তি ভোগে বাধ্য করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ৬:
প্রত্যেকেরই সর্বত্র আইনের দৃষ্টিতে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৭:
প্রত্যেকেই আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং কোন প্রকার বৈষম্য ব্যতিত সমান সুরক্ষা লাভের অধিকারী। প্রত্যেকের এই ঘোষণাপত্রের লঙ্ঘনজনিত বৈষম্য বা এই ধরনের বৈষম্যের উস্কানির বিরুদ্ধে সমানভাবে সুরক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৮:
সংবিধান বা আইনের দ্বারা স্বীকৃত মৌলিক অধিকারসমূহ লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রত্যেকের উপযুক্ত জাতীয় ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৯:
কাউকে স্বেচ্ছাচারীভাবে গ্রেফতার, আটক বা নির্বাসন দেওয়া যাবে না।

অনুচ্ছেদ ১০:
প্রত্যেকেরই তার অধিকার ও দায়িত্বসমূহ এবং তার বিরুদ্ধে আনীত যেকোন ফৌজদারী অভিযোগ নিরুপনের জন্য পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনালে ন্যায্য ও প্রকাশ্যে শুনানী লাভের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১১:
১) কোন দণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হলে প্রত্যেকেরই আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তা দেয় এমন গণ-আদালত কর্তৃক আইন অনুযায়ী দোষী-সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলে বিবেচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।
২) কাউকে কোন কাজ করা বা না করার জন্য দণ্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না, যদি তা সংঘটনকালে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য না হয়ে থাকে। আবার দণ্ডযোগ্য অপরাধ সংঘটনকালে যতটুকু শাস্তি প্রযোজ্য ছিল তার চেয়ে অধিক শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ১২:
কাউকে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ি বা যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী হস্তক্ষেপ বা সম্মান ও সুনামের উপর আক্রমণ করা যাবে না। প্রত্যেকেরই এই ধরনের হস্তক্ষেপ ও আক্রমণের বিরুদ্ধে আইনগত সুরক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১৩:
১) প্রত্যেকেরই প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাচল করা ও বসতি স্থাপনের অধিকার রয়েছে।
২) প্রত্যেকেরই নিজ দেশসহ যে কোন দেশ ত্যাগ করার এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১৪:

১) নির্যাতন এড়ানোর জন্য প্রত্যেকেরই অপর দেশসমূহে আশ্রয় প্রার্থনা এবং আশ্রয় লাভের অধিকার আছে।

২) অরাজনৈতিক অপরাধসমূহ অথবা জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি বিরোধী কার্যকলাপ থেকে প্রকৃতভাবে উদ্ভূত নির্যাতনের ক্ষেত্রে এই অধিকার প্রার্থনা করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ১৫:

১) প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার রয়েছে।

২) কাউকে স্বেচ্ছাচারীভাবে তার জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না অথবা তার জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার অস্বীকার করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ১৬:

১) প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের জাতিগত, জাতীয়তা অথবা ধর্মীয় সীমাবদ্ধতা ছাড়া বিবাহ করার ও পরিবার গঠনের অধিকার রয়েছে। বিবাহকালে, বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদকালে তারা সমঅধিকারের অধিকারী।

২) কেবলমাত্র বিবাহ ইচ্ছুক পাত্র-পাত্রীর স্বাধীন ও পূর্ণ সম্মতিক্রমে বিবহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে।

৩) পরিবার সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক একক বিধায় সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক সুরক্ষিত হবে।

অনুচ্ছেদ ১৭:

১) প্রত্যেকেরই এককভাবে এবং অন্যের সংগে সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার রয়েছে।

২) কাউকে তার সম্পত্তি থেকে স্বেচ্ছাচারীভাবে বঞ্চিত করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ১৮:

প্রত্যেকেরই চিন্তা, বিবেক এবং ধর্মের স্বাধীনতা রয়েছে। প্রত্যেকের নিজ ধর্ম অথবা বিশ্বাস পরিবর্তনের স্বাধীনতাসহ, এককভাবে অথবা সম্প্রদায়ের সাথে ধর্ম বা বিশ্বাস, শিক্ষাদান, প্রচার, উপাসনার স্বাধীনতা রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১৯:

প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ এবং প্রকাশ করার স্বাধীনতা আছে; বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ এবং যে কোন মাধ্যমে ও রাষ্ট্রীয় সীমানা বিবেচনা না করে তথ্য ও মতামত সন্ধান, গ্রহণ ও জানানোর স্বাধীনতা এই অধিকারের অনুর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ ২০:

১) প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ এবং সংগঠন করার স্বাধীনতা রয়েছে।

২) কাউকে কোন সংগঠনভুক্ত হওয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ২১:

১) প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষভাবে অথবা স্বাধীনভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তার নিজ দেশের সরকারে অংশ গ্রহণের অধিকার রয়েছে।

২) প্রত্যেকেরই তার নিজ দেশের সরকারী চাকুরীতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার রয়েছে।

৩) জনগণের ইচ্ছাই হবে সরকারের কর্তৃত্বের ভিত্তি, এই ইচ্ছা সর্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গোপন ব্যালট অথবা অনুরূপ অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত প্রকৃত নির্বাচন দ্বারা ব্যক্ত হবে।

অনুচ্ছেদ ২২:

প্রত্যেকেরই সমাজের সদস্য হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে এবং প্রত্যেকেরই জাতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এবং প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের সংগঠন ও সম্পদ অনুসারে তার মর্যাদা ও অবাধ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ২৩:

১) প্রত্যেকেরই কাজ করার, স্বাধীনভাবে কর্ম নির্বাচনের, কাজের জন্য ন্যায্য ও অনুকূল পরিবেশ লাভের এবং বেকারত্ব থেকে সুরক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে।

২) প্রত্যেকেরই কোন ধরণের বৈষম্য ব্যতীত সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

৩) প্রত্যেক কর্মীর তার নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম এমন ন্যায্য ও উপযুক্ত পারিশ্রমিক এবং তার সাথে প্রয়োজনবোধে সামাজিক সুরক্ষার জন্য অন্যান্য সুবিধা লাভের অধিকার রয়েছে।

৪) প্রত্যেকেরই তার নিজস্বার্থে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও তাতে অংশ গ্রহণের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ২৪:

প্রত্যেকেরই কাজের যৌক্তিক সময়সীমা, উপযুক্ত বেতন ও নৈমিত্তিক ছুটিসহ বিশ্রাম ও অবকাশ যাপনের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ২৫:

১) প্রত্যেকেরই পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা সেবা এবং প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবাসহ তার নিজের এবং পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের নিমিত্তে পর্যাপ্ত মানসম্মত জীবন ধারনের অধিকার রয়েছে এবং নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বেকারত্ব, অসুস্থতা, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা অনিবার্য কারণে জীবন যাপনের অক্ষমতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে।

২) মাতৃত্বকালীন ও শৈশবকালে প্রত্যেকেরই বিশেষ যত্ন এবং সহায়তা লাভের অধিকার রয়েছে। সকল শিশুরই জন্ম যেভাবেই হউক, অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ২৬:

১) প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। শিক্ষা অন্তত প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণভাবে সহজলভ্য হবে এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত থাকবে।

২) শিক্ষা মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সমূহের প্রতি সম্মান দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে। শিক্ষা সকল জাতি, বর্ণ ও ধর্মীয় গোষ্ঠীয় মধ্যে সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়ন এবং জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

৩) সন্তানদের যে ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে তা পূর্ব থেকে বাছাই করার অধিকার পিতা মাতার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ২৭:

১) প্রত্যেকেরই নিজস্ব সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক জীবনে স্বাধীনভাবে অংশ গ্রহণ, শিল্পকলা উপভোগ করা এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও এর সুফলসমূহে অংশীদারী হওয়ার অধিকার রয়েছে।

২) প্রত্যেকেরই তার সৃষ্ট বিজ্ঞান, সাহিত্য অথবা শিল্পকলা ভিত্তিক সৃজনশীল কর্ম হতে উদ্ভূত নৈতিকও বৈষয়িক স্বার্থসমূহ সংরক্ষণের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ২৮:

১) এই ঘোষণা পত্রে উল্লিখিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ পূর্ণভাবে বাস্তবায়নে প্রত্যেকেরই একটি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ২৯:

১) সমাজের প্রতি প্রত্যেকেরই কর্তব্য রয়েছে, যা পালনের মাধ্যমেই একজন মানুষের ব্যক্তিত্বের অবাধ ও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

২) স্বীয় অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ চর্চাকালে প্রত্যেকেরই শুধুমাত্র আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমাবদ্ধাতা থাকবে যা কেবল অন্যান্যদের অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের যথাযর্থ স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা নিশ্চিত করতে পারে এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতা, জনশৃঙ্খলা এবং সর্বসাধারণের কল্যাণের প্রয়োজনসমূহ মিটানোর উদ্দেশ্যে নিরুপিত হবে।

৩) জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতিসমূহের পরিপন্থী এমন কোন উপায়ে একটি অধিকার এবং স্বাধীনতাসমূহ চর্চা করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ৩০:

১) এই ঘোষণায় উল্লিখিত কোন বিষয়কে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না যাতে মনে হয় এই ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত কোন অধিকার বা স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করার উদ্দেশ্যে কোন রাষ্ট্র, দল বা ব্যক্তি বিশেষের আত্ম নিয়োগের অধিকার রয়েছে।

তথ্যসূত্র

ড. মোঃ রহমত উল্লাহ (২০১৩), জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন এবং প্রটোকল

Our Rights Our Freedoms Always

আমাদের অধিকার আমাদের স্বাধীনতা সর্বদাই

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (জামাকন), বাংলাদেশ